প্রথম আলো

তারিখ 30 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক হাতাহাতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের লক্ষ্যে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন চলার সময় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। সিনেট ভবনের ভেতরে এই নির্বাচন চলার সময় বাইরে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে। এরই মধ্যে পরবর্তী উপাচার্যের জন্য সিনেট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিন অধ্যাপকের নাম ঘোষণা করে।

গতকাল শনিবার বিকেল চারটার দিকে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য এই বিশেষ অধিবেশন বসে। সিনেটের মোট ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন এই অধিবেশনে যোগ দেন। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) প্রতিনিধিসহ ৫০টি পদ আগে থেকেই শূন্য ছিল।

আগামী ২৪ আগস্ট বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই তিনজনের মধ্য থেকে নতুন উপাচার্যকে বেছে নেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সে ক্ষেত্রে আরেফিন সিদ্দিকের সম্ভাবনাই দেখছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। তবে নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই।

২০১৩ সালের ২৪ আগস্টেও একইভাবে সিনেটে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন আরেফিন সিদ্দিক। ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি সাময়িক নিয়োগ পান। এর সাড়ে চার বছর পর বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করেন। তখন সিনেটের সদস্য ছিলেন ৫০ জন।

গতকাল অধিবেশন শুরুর আগে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মল চত্বরের পাশে সিনেট ভবনের ফটকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের সময় ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে শিক্ষকদের বাধার মুখে দুই পক্ষের হাতাহাতি হয়। ছবিতে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিনা মাহাবুব হোসেনকে দেখা যাচ্ছে এক শিক্ষার্থীর ঘাড় ধরে আছেন ● প্রথম আলো

নির্বাচন নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক হাতাহাতি

করেও ডাকসু নির্বাচন না দেওয়ায় আরেফিন সিদ্দিকের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁরা সিনেটে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নির্বাচনের পর উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দাবি জানান। সিনেট অধিবেশন শেষ হলে শিক্ষার্থীরাও মানববন্ধন শেষ করে চলে যান। তাঁরা 'হামলাকারী শিক্ষকদের' বিচার দাবি করেন। এ সম্পর্কে প্রক্টর আমজাদ আলী সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীরাই ফটক ভেঙে ঢুকে যান। তখন শিক্ষকেরা বাধা দেন। এ বাধাকেই হামলা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সিনেট অধিবেশনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের সাদা দলের দুজন সদস্যের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আগের দিন ঘোষণা দিয়ে তাঁরা অধিবেশন বর্জন করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা সিনেটের ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫০টি সদস্যপদ শূন্য থাকার কথা বলেন। তাঁরা ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের আগে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন না দেওয়ার দাবি করেন।

গত মে মাসে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত শিক্ষকদের নীল দল দুটি অংশে ভাগ হয়ে আলাদা প্যানেল দেয়। একটি অংশের অভিযোগ ছিল, উপাচার্যবিরোধী শিক্ষকদের বাদ দিয়ে নীল দলের ৩৫ জনের প্যানেল ঘোষণা করা হয়। এই অংশটিও পরে পাল্টা ৩৫ জনের আরেকটি প্যানেল ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্যানেলটি নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দেয়। তখন তারা আইনি লড়াইয়ের ঘোষণা দিলেও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শান্ত হয়।

কিন্তু রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের আগে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকায় ২৪ জুলাই উচ্চ আদালতে ওই শিক্ষকদের ১২ জন ও ৩ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট রিট আবেদন করেন। আদালত অধিবেশন ডাকার চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন। দুই দিন পর চেম্বার বিচারপতি ওই আদেশটি স্থগিত করে ৩০ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। এর মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি যখন পদত্যাগ করি, তখন আমাকে উপাচার্য নির্বাচন দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, এখন সিনেট সম্পূর্ণ গঠিত নয়। সম্পূর্ণ করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগ করার পর নির্বাচন করাটাই সমীচীন হবে।' তিনি বলেন, 'আমি খুব খুশি হতাম, সিনেটের সব কটি পদ বিশেষ করে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি ও অধিভুক্ত কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের প্রতিনিধিসহ উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করলে। হয়তো তিন-চার মাস আগে উদ্যোগ নিলে এগুলো করা যেত।'

গতকালের এই সিনেট অধিবেশনে শোক প্রস্তাবের পর 'উপাচার্য প্যানেলে' বর্তমান উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীন ও বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন মো. আবদুল আজিজের নাম প্রস্তাব করা হয়। প্যানেলটির প্রস্তাব করেন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সমর্থন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রহমত উল্লাহ। বিকল্প প্রস্তাব না থাকায় সিনেট সদস্যরা সবাই এই প্যানেলকে সমর্থন দেন। আধা ঘণ্টার মধ্যেই অধিবেশন শেষ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আদালতে বিচারাধীন থাকায় এখনই বলা যাবে না, এই নির্বাচন বৈধ না অবৈধ। যেহেতু ৭৩-এর অধ্যাদেশে সিনেট গঠনে ১০৫ জন সদস্যের কথা বলা আছে, তাই সব কটি পদ পূরণ করে দেখা যেত, আসলেই বিশ্ববিদ্যালয় কেমন উপাচার্য চায়। সেটা করলে তা সম্মানের বিষয় হতো।'

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'যেকোনো নির্বাচনে অধিকাংশ শেয়ারহোল্ডারের উপস্থিত থাকা উচিত। এখানে শিক্ষার্থী ও সাবেক শিক্ষার্থী যাঁরা রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, তাঁরা সবচেয়ে বড় দুটি শেয়ারহোল্ডার। হয়তো ফল এটাই হতো, কিন্তু সবাইকে যুক্ত না করায় একটা সন্দেহ থেকে গেল। এই প্রক্রিয়ায় যিনি নির্বাচিত হলেন, তাঁর জন্য মোটেও ভালো কিছু হলো না।'

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রদের অবশ্যই অধিকার আছে তাঁদের মতামত দেওয়ার। ডাকসুর মাধ্যমে সিনেটে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র দায়িত্ব। এখানে শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, সেটা মোটেও কাম্য নয়।